প্রথম আলো

তারিখ ...27 APR 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

# উপাচার্যসহ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা, মানববন্ধন

দিনাজপুর অফিস ●

গত ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিজেন্ট বোর্ড তিনজনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও আটজন ছাত্রের শাস্তি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়

দিনাজপুরে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে দুই ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় উপাচার্য, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে গতকাল রোববার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিনাজপুর-দশমাইল মহাসড়কে ওই মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বলরাম রায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, গত ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিজেন্ট বোর্ড তিনজনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও আটজন ছাত্রের শাস্তি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর বহিষ্কৃত ও অভিযুক্ত ছাত্ররা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বহিষ্কৃত ও অভিযুক্ত নেতাদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করেন। এসব বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত ছাত্ররা বহিরাগতদের নিয়ে ১৬ এপ্রিল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ভেটেরিনারি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে হামলা চালান। হামলায় কয়েকজন শিক্ষক ও ২০ শিক্ষার্থী আহত হন।'

একপর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললে হামলাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ রাসেল হলে প্রবেশ করে। এ সময় তারা হলের ছাদ ও করিডরে অবস্থান নিয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পরে দুই ছাত্র নিহত হন।

লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইফতেখারুল ইসলাম এবং বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক অরুণ কান্তি রায়ের নেতৃত্বে যে হামলা হয়েছে, সেটিকে আড়াল করে ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নিহত ছাত্র মাহমুদুল হাসানের চাচা মুকসুদার রহমানকে দিয়ে ২১ এপ্রিল আদালতে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। এতে উপাচার্য, ডিন, প্রক্টর, ও দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের আসামি করা হয়েছে।

মানববন্ধন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ইফতেখারুল ইসলাম, অরুণ কান্তি রায় এবং তাঁদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে ইফতেখারুল ইসলাম ও অরুণ কান্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।